...নি সহে চতুরানন। অরসিকেষু রহস্য নিবে-

ওঁ

কবি-রহস্য।

প্রথম ভাগ।

শ্রীহরিশ্চন্দ্রমিত্র-প্রণীত।

"সর্ব্বাঙ্গসুন্দরমকারণমেব সম্যগধমং স্মৃতং।"

কাব্যচন্দ্রিকা।

ঢাকা-গিরিশযন্ত্র।

শ্রীহরিমোহন বসাক প্রিণ্টার।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

১৮৭০। ১লা মে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয়

করকমল বরেষু।

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনম্।

...শা-বাসব মহোদয়! ভবৎ সকাশে কবিজন
...ও প্রকাশ করিতে যেরূপ নির্ভয়চিত্ত,
...ন্য স্থানান্তর নিতান্ত বিরল, অতএব এই
...“...রহস্য” খানী ভবদীয় সমীপে সমর্পণ করি-
...লাম। যদি ইহার আত্মদৈন্য-দুঃখোত্থিত একটী
...ও আপনার কারুণ্য জন্মায়, তাহা হইলে
...এই সঙ্কলন শ্রম সার্থক বোধ করিব।

...বাদুরবাজার। } একান্তবাধ্য
...বিশযন্ত্রালয়। } শ্রীকালিদাস মিত্র।

বিজ্ঞাপন।

বিবিধ কাব্যকার মদনুজ শ্রীমান হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রায় তিনবৎসর যাবৎ বিবিধ পীড়ায় আক্রান্ত থাকায় নব নব কাব্য প্রচার করা দূরে থাকুক; যন্ত্রারূঢ় প্রহ্লাদ নাটক এবং অযোধ্যাকাণ্ড মুদ্রিত হইতে পারিতেছে না। তজ্জন্য অনুগ্রাহক কাব্যানুরাগী গ্রাহকগণ সমাজে নিতান্ত কুণ্ঠিত থাকিতে হইয়াছে। সেই উৎকণ্ঠার কথঞ্চিৎ পরিহার মানসে তদীয় নানা অবস্থায় লিখিত কতকগুলি ক্ষুদ্র২ কবিতা সঙ্কলন করিয়া এই "কবি-রহস্য" খানী প্রচারিত করা হইল, যাঁহারা মদনুজের রচনা পাঠে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, ভরসা করি তাঁহারা ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। যেহেতু ইহার কবিতাগুলি সরস ভাবযুক্ত এবং নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও দুই চারিটী ব্যতিত সমুদায় গুলিই অপ্রচারিত।

পরন্তু এই কাব্যখানিতে শ্রীমানের অবস্থা ঘটিত আরও কতগুলি কবিতা বিন্যাশ করিয়া তাঁহার কবিত্ব শক্তির উন্মেষ ও উন্নতির সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু শ্রীমানের পীড়ার আধিক্য হওয়াতে সে আশার চরিতার্থতা দূরবর্ত্তিনী রহিয়া গেল। সকল মঙ্গলনিদান পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রসাদাৎ প্রাণাধিক অচিরে আরোগ্য হইলেই সকল, নচেৎ বঙ্গ সাহিত্য সংসারে আমাদিগের আনন্দধ্বনি বিষাদে পরিণত হইবে।

১২৭৭ সাল ⎫
২০ বৈশাখ ⎭ শ্রীকালিদাস মিত্র।

সূচিপত্র। ১৫৭

বিষয় পৃষ্ঠা

কবি-রহস্য

প্রথমভাগ।

১। বাগেদবীর কৃপা উপলক্ষে।

ওগো। ওগো ও কমলে! তোমারে শাব্দিকদলে,
চঞ্চলা যে বলে এটি, বড় ঠিক কথা গো।
আজি যথা অধিষ্ঠান, কালি তথা অন্তর্দ্ধান,
তোমার কৃপার নাই, তিলেক স্থিরতা গো॥
তব করুণার বলে, যিনি খ্যাত ভূমণ্ডলে,
অকৃপায় খুঁজে তাঁর, চিহ্ন মিলা দায় গো।
জয় জয় বাগেশ্বরী, স্মরি, প্রণিপাত করি,
এ সকল দোষ নাই, তাঁর করুণায় গো।
ভারতী বারেক যাঁয়, করুণা কটাক্ষে চায়,
প্রাণান্তে তাহার চিহ্ন, খুঁজে পাওয়া যায় গো।
এমন করুণাময়ী, বল আর আছে কই?
কোটী কোটী নমস্কার, বগেদবীর পায় গো॥

২। বিধাতার প্রতি।

(জন্মান্তর উপলক্ষে।)

ওহে ওহে বিধিবর ! যদি হয় জন্মান্তর,
বাঙ্গলায় জন্ম তবে, লেখনা হে লেখনা ।
বাঙ্গলায় যদি লেখো, দেখো ওহে দেখো২,
সুকবিত্ব দিব্যগুণ, তবে আর এঁকো না ।
লেখো যদি ও শকতি, তবে যেন প্রজাপতি,
কুকাব্য গাঁথিয়ে পেট, ভরিতে না হয় হে ।
বিপ্র* তব দুটী পায়, ধরি এই ভিক্ষে চায়,
তোষামোদে যেন তার, জীবিকা না রয় হে ।
কুকাব্য বেচিয়ে খাওয়া, খাওয়া নয় 'মাটিখাওয়া'
যা খেয়েছি ইচ্ছে হয়, করিতে বমন হে ।
মান-মাথা করি হেট, তোষামোদে পোষা পেট,
নাই নাই ওর তুল্য, পাপ ত্রিভুবন হে ।
এই লেখা শুন কই, যটা দিন বেঁচে রই,
সুস্থ থাকি মন থাকে, জগন্নাথ শ্রীপদে ।
রচি কিছু গুণগান, জীবিকার সংস্থান,
তাহাতেই হয় যেন, ঠেকোনাকো বিপদে ।

৩। (রচনানন্দ উপলক্ষে।)

ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ-সুখ, নাহি দেখ চতুর্ম্মুখ,
মনোদুখ একটুক, তাহাতে না পাইব ;

দাম্পত্য-প্রণয়-ধন, সে সুখেতে বিড়ম্বন,
কর যদি তবু তব, অযশ না গাইব।
সুধা যার সম্বোধন, হেন প্রিয়-পুত্রগণ,
সে ধনে বঞ্চন কর, তাহা নাহি চাইব;
সৎকাব্য-রচনা সুখ, না লিখিলে চতুর্ম্মুখ,
মরম বেদনা বড়, পাইব হে পাইব।
মিত্র* ধরি দুটী পায়, তোমারে এ ভিক্ষা চায়,
অন্য সুখ সমুদায় না, লেখো না লেখো হে।
এ সুখ না লিখে মোর, ঘটাওনা দুঃখ ঘোর,
বার বার এ মিনতি, দেখো বিধি দেখো হে।

৪। কবিরা কেন অর্থ চায়?

অহে অহে ভর্ত্তৃহরি, শত নমস্কার করি,
তব পদে, তুমি গুরু, সত্য কথা কহিলে।
বেদ-বাক্য তব-বাক্য, পদে পদে পাই সাক্ষ্য,
কবিত্ব ছটায় তুমি, কেবল না মোহিলে॥ (১)
ছোট ছোট শিশু সবে, খেতে দে খেতে দে রবে,

---

* বিধাতার এক নাম কবি; অতএব কবি মিত্র সম্বোধন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে এই কাব্য-রচয়িতার উপাধি মিত্র, সুতরাং "হে বিধাতঃ। মিত্র (কাব্যলেখক) তোমার দুটী পায় ধরিয়া—" ইত্যাদি ভাবও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

গেহিনীকে জড়াইয়া, চঞ্চল না করিত ;
ঘরে কিছু মাত্র নাই, ছেলেদিগে কি খাওয়াই,
বলে সেই দুঃখিনীর, অশ্রু নাহি ঝরিত ;
হবির অচলভাত, নাপাইয়া শাক ভাত,
কাতরে বিভুর কাছে, মৃত্যু নাহি চাহিত,
না পাইয়া পূর্ণাহার, স্নেহের প্রতিমা যার,
অস্থি চর্ম্ম শুকাইয়া, যদি নাহি যাইত ;
পুরাইতে নিজ পেট, উচ্চমাথা করি হেট,
কবি কি কাহার কাছে, ছার অর্থ চাহিত ?
পরিবার পোষাচাই, তাই মান মাথাখাই,
কহিছে হরিশ কবি, তাইত হে তাইত।

৫। কবির তেজস্বিতা উপলক্ষে।

বাগ্দেবীর পুত্র যাঁরা, নির্দ্ধন হলেও তারা,
তোষামোদ করি কার, গুণ-গান গায় না।
বরঞ্চ দিনান্তে খায়, সমাজেতে কষ্ট পায়,
অপমান-মিশ্র-অন্ন, তবু তাঁরা চায় না॥
বরং অনাহারে রয়, ক্ষুধায় আত্মা সয়,
তথাপি হরীশ * ক্ষুদ্র, শশ-মাংস খায় না।
করিকুম্ভ ভেদ করি, মস্তিষ্ক আহারে হরি,
সামান্য শিকার পেলে, আঁখি তুলে চায় না।

---

* হরি + ঈশ = হরীশ = সিংহ = প্রধান।

৬। কবির দৈন্যে।

হে বিধি কুবিধি তব, সহিবারে পারি সব,
এক অবিচার প্রাণে, সহেনা হে সহেনা।
চাঁদে দিলা মৃগদাগ, মণিতে ভুষিলা নাগ,
কণ্টকে বেড়িলা পদ্ম, তাহে বড় বহে না,
চন্দনে না দিলা ফুল, তাতেও ধরি না ভুল,
ইক্ষুতে না ফলে ফল, তাহে মন দহে না।
মূর্খ জনে কর ধনী, তাহে না বিষাদ গণি,
কবির দীনতা দেখে, খেদে প্রাণ রহে না।
করি তোমা পরিহার, হেন অবিচার আর,
ভাবীকালে ওহে বিধি, করনা হে কর না।
কবিত্ব বিভব যাঁর, দীনতার ঘোর দায়,
ঠেকায়ে সমাজ মান, তার আর হোর না।

৭। কল্পনার প্রতি।

যত্নে বানরীর গায়, সাজ দিয়ে বাদিয়ায়,
অর্থ লাগি দ্বারে২, নাচায় যেমন গো।
পোড়া জঠরের দায়, সাজাইয়া কুসজ্জায়,
নাচানু কবিত্ব-শক্তি, তোমায় তেমন গো॥
মান পানে না চাইনু, দ্বারে দ্বারে নাচাইনু,
তবু নাহি পূর্ণ হল, জঠরের খাঁই গো।
লাজ নাহি মনোমাঝে, তাইতে কুৎসিত সাজে,

তোমা লয়ে ধনী-পাশে, ফিরে সংখেলাই গো।
যা হবার হইয়াছে, এবে কবি তব কাছে,
বিনয়ে এভিক্ষা যাচে, অন্য ভিক্ষে চাবেনা।
গত অপরাধ যত, ক্ষম এবারের মত,
কুবেশে কুস্থানে তোমা লয়ে আর যাবে না।

৮। কাব্যের দোষ গুণ উপলক্ষে
কবির প্রতি।

জল বাঁধি লক্ষ কাকে, যদিও আহ্লাদে ডাকে,
কর্ণ বাধা বই তায়, চিত্তসুখ হয় না।
একমাত্র পিকবর, যদি করে কুহু স্বর,
শ্রবণে জনমে প্রীতি, কর্ণ-ক্লেশ রয় না,
করি কাব্য-আলোচন, নির্দ্দয় শতজন,
ধন্যবাদ দিলে তাও ভাল মনে লয় না,
রসজ্ঞ অভিজ্ঞ একে, কাব্যখানী পড়ে দেখে,
ভাল কৈলে তাই ভালো, শ্রম-দুঃখ রয় না।
কবি তব কাব্য দেখে, অল্পজ্ঞ সহস্রে ডেকে,
দূষিলে সে কথা কাণে ভরো না হে ভরো না।
বিজ্ঞজনেকের বাক্, এক লয় ভাবো লাক্,
সেই শ্লাঘ্য-পুরস্কার, আর আশা করো না।

৯। খোসামুদী উপলক্ষে।

প্রশ্নোত্তর।

"ওহে ওহে কবি ভাই! কোথা যাও বল ভাই?"
"ধনীর নিকটে যাই," "কেন হে কি কারণে?"
"কি আর কহিব ভাই, সাধে কি সেখানে যাই,
দেখি যদি কিছু পাই, পরিবার পালনে।"
"ধনী কাছে পাবে ধন, বিনা ভিক্ষা কি এমন,
সম্বল তোমার বল, বল শুনি শ্রবণে?"
"কেন সব ভিক্ষুকতা, আমি না কি কাব্য-কথা,
আর্দ্র কি হবে না ধনী, কাব্যরস শ্রবণে?"
"ফের ফের যেওনা কো, কাব্যকথা তুলে রাখো,
ওরসে ধনীর মন, গলাইতে নারিবে।
"যে আজ্ঞের" তার বোতে, [illegible] উচুনীচু, কোতে,
পার যদি তবে যাও, তাকি তুমি পারিবে?"
ছিছি ছিছি রাম রাম! তা নয় কবির কাম,
"উপোসে" "উপোসে" মরি, পরিবার মারিব।
প্রাণ চিরস্থায়ী নয়, দুখায় যাক রয় রয়,
তবু কারো 'খোসামুদী' করিবারে নারিব।

১০। কাব্য ব্যবসায়উপলক্ষে ;

প্রশ্নোত্তর।

"ওহে অহে কবিবর ! কোন্ ব্যবসায় কর ?"
"—কাব্য-ব্যবসায়ী আমি, কাব্য বেচে খাই হে।"
"একালে ও ব্যবসার, আদর কোথায় আর,
ওতে লাভ কিছুমাত্র, নাই—নাই নাই—হে।"
"কিসে লাভ আশু আর, বল দেখি শুনি সার,
পোড়াপেট পূরাবার, উপায়ত চাই হে।"
"আশু লাভ পাবে যায়, শুন সার সে উপায়,
সময় যেমন !—হও, মদ্য-ব্যবসায়ী হে।
কাব্যের গ্রাহক কত ! পাইবে হে অবিরত,
"লেগে আলা" শত শত, বড় বড় জনকে,
মদ-পানে হয়ে মত্ত, হেন তারা মুক্ত হস্ত,
ফুঁয়ে ফুকে দিতে পারে কুবেরের ধনকে।
আনিতে কাব্যের দাম, "ছিঁড়িবে জুতোর চাম"
পড়িবে মাথার ঘাম পায় তব বহিয়ে।
মদের টাকার ভাই, কিছুই ঝঞ্ঝাট নাই,
ঝম্‌ঝম্ আমদানি, দোকানে রহিয়ে।"
"সত্য কহিয়াছ ভাই, প্রমাণ দেখিতে পাই,
অচক্ষেতে অহরহ যথায় তথায় হে।
কিন্তু মাথে দিয়ে ছাই, হতে মদ্যব্যবসায়ী,
পারি কই ওরে ভাই তোমার কথায় হে ?"

"যদি সাধ মান রাখা, তবে ফেলমাকো টাকা"
মান রেখে টাকা লাভ এবে বড় দায় হে।"
"দিয়ে মান বিসর্জ্জন, যারা মাত্র চাহে ধন,
নমস্কার করি আমি তাহাদের পায় হে।

১১। সে দেশকে নমস্কার।

যে দেশের * * * * কবি প্রতি অনাদরে,
পরমুখে কাব্যরস করি আস্বাদন রে।
যেদেশের ধনীগণে, বাসনে উড়ায় ধনে,
কবিকে কড়াটী দিতে, হয় সুকৃপণ রে।
যেদেশের অধিবাসী, পরভাষা ভালবাসি,
মাতৃকল্পা মাতৃভাষা, পানে নাহি চায় রে।
বিদ্যাবেশা যে দেশের, প্রায় কবি-বিশেষের,
পক্ষপাতী, গুণগ্রাম বিশেষি না চায় রে;
হোক্ না রউক্ সার, তায় কার কে বিচার,
সুন্দর "টাইটেলে" কাব্য যেদেশে বিকায় রে।
যেদেশে প্রকৃত-কবি, অর্দ্ধ ভেবে দীনছবি,
কোটি কোটি নমস্কার সে দেশের পায় রে।

১২। নিন্দুক উপলক্ষে।

অহে অহে বিষধর, [illegible] বিদিত্র,
বিনা [illegible] [illegible] তার [illegible] রে।

তোমার ছোবলে ভাই, মন্ত্রৌষধে তরে যাই,
তাতেই তোমার ভয় বড় বেশে রয়নি।
ওহে আরে ওরে ষাঁড়, তুমি ঘুরাইয়া ঘাড়,
মারিতে আসিলে গুঁত লগুড়ে তাড়াই হে।
খেউ খেউ রব মুখে, কুকুর আইল রুখে,
জুতপরা-পার গুঁত দিয়ে তা এড়াই হে।
নিন্দুকে যে ফোঁস কোরে ভয়াল ছোবল মেরে
বিষম খাবোল মারে ঘোর বিষ তায় রে।
গুণি মন্ত্র মহৌষধি, সেবা কৈলে নাশাবধি,
যদি বিষ যায় তবু দাগ নাহি যায় রে॥
বিষম হিংস্রক ষাঁড়, লগুড়েতে শতবার,
প্রহারিলে তবু তার স্বভাব না নড়ে রে।
গুঁত জুত পরা পায়, দিলে পরে শতবার,
নিন্দুক কুকুর তবু খেউ কেউ করে রে।
কবি নিজ বুদ্ধি-চুকে, নিন্দুক কুকুর মুখে,
ঠেকেছিল সঙ্গে আর নাহি ছিল কেউ রে।
গুঁত জুত-পরা-পায়, দিয়ে ভেঙ্গে দিল ঘাড়,
দূরে গেল না ছাড়িল তবু খেউ খেউ রে।

—•—

১৩। কাব্যরস গ্রহণ উপলক্ষে।

ছোটং শিশু যারা, বড় রস বোঝে তারা,
কি আশ্চর্য [illegible], [illegible] মরে বোঝে না।

আস্বাদিলে যেই রস, বড়ো বলে বাজে রস,
সেই রস-বর্ণ করে, ও সুরস খোঁজে না!
বুঝাইতে যদি চাই, মনে ভাবে কি বালাই,
রেখে রস আলাপন, তোলে পরিবাদ রে।
অমূল্য-সময়চয়, তাহে হয় অপব্যয়,
পর-নিন্দাবাদে হায়! এত কি আস্বাদ রে।
অথবা আমার ভ্রম, যেমন কালের ক্রম,
সুকাব্য-সুধার স্বাদ, সকলে কি পায় রে।
মধুর ভাবেতে ভোর, তাতেই আমোদ ঘোর,
যারা, তারা সহজে কি, সুধায় শুধায় রে।
নীরস বঙ্কিম-ভাবে, যারা মনে ভাল ভাবে,
স্বভাব সরলবাক্যে, তারা রত কবে রে?
নিজ নিজ প্রতিভায়, আলো করে সমুদায়,
"মিত্রাপ্রিয়দের" চোকে, তাহা কেন সবে রে।
সুকাব্য লেখক কবি, তোমার কাব্যের ছবি,
যদিও না হেরে সবে, প্রীতি-পূর্ণ-নয়নে,
মনোক্ষোভে রয়োনাকো, নিরুৎসাহ হয় নাকো
সকলের প্রিয় কিছু, নাই ভব-ভবনে।

১৪। কবির দীনতা উপলক্ষে।

ওহে ওহে ও বিধাতা, সুখ দুঃখ ফলদাতা,
সুধাই একটী কথা, বল সত্য করিয়ে।

মিত্র হয়ে কি কারণ, কর এত বিড়ম্বন,
তুমি আমি মিতে দুয়ে, দেখ মনে বুঝিয়ে।
জগতের রীতি এই, মাঝে মাঝে মিলিলেই,
মিত্র হয় পরস্পর, উপকার করে সে।
তোমার কেমন রীত, কর তার বিপরীত।
মিত্রদ্রোহী মহাপাপ, তোমায় যে বলে সে।
যদি বিধি হেন কও, তুমি কি সে মিত্র হও,
উভয়ের একই নাম, হয় কষ্ট হে।
তোমার আর মিতা কব, কবিনাম বটে তব,
আমারও কবি নাম, তাই মিতে বটে হে।

১৫। দারিদ্র্য।

ওরে২ দরিদ্রতা! শোন বলি সার কথা,
হরিতে আমার তুই, সকলই পারিবি,
মনোহর বাড়ী ঘর, গাড়ী ঘোড়া সরোবর,
ধনজন গোধনাদি, বরঞ্চ না ছাড়িবি,
না হয় দংশনে তোর, পরাণ যাইবে মোর।
এসব করিতে তুই, পারিবিরে পারিবি।
কবিত্ব অমিয়া রসে, জীবিত যে রব যশে,
সে জীবন হরিবারে, নারিবি রে নারিবি।

কমলা লেবুর বর্ণন উপলক্ষে।*

পয়ার।

"চাতক" পাতকশূন্য সুপবিত্রপ্রাণ,
স্বর্ণধারা জিনি যার যশের বাখান।
লোকে কয় স্বর্গে আছে নন্দনকানন,
ইন্দ্রের সে উপবন মানসরঞ্জন।
আমি বলি এসকল কথা কিছু নয়,
"চাতক" নন্দনবন নাহিক সংশয়।
চাতকে না হবে যদি নন্দনকানন
তবে কেন সেইখানে কমলার [illegible]
কমলার বন আছে [illegible]
কমলা [illegible] সহিত।"
তাই তাঁর [illegible] সকল,
ফলিল কমলাবৃন্দে [illegible]
হয় নয় চুষে দেখ কমলার কোয়,
এমনি অমৃত প্রাপ্তি উপস্থিত [illegible]
তবে কবে কমলায় [illegible] সুধা?
কেন তবে একবারে নাশি যায় ক্ষুধা?
অমৃতের রীতি এই যেই করে পান,
ক্ষুধা তৃষ্ণা সব তার হয় অন্তর্দ্ধান।

* পাবনার কোন বন্ধুর অনুরোধে এই কবিতাটি রচনা করা হইয়াছিল।

সত্য কিন্তু শচীনাথ, দুখের কারণ,
মানবের ভাগ্যে নাহি করিলা ঘটন ।
করিলে পৈটিক পক্ষে ঘটিত জঞ্জাল,
অত শিশু হয়ে রত্তে কত চিরকাল,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি যায় জন্মের মতন,
কি কাজ তা হলে আর জীবন ধারণ ।
সংসারে রয়েছে কত উত্তম খাবার
সমুদয় একবারে হইত কাবার,

হায় হায়, তবে আর মানুষ, ঈশ্বর
ভোগে দেখ কিছুমাত্র নত না অন্তর ।
আগে তাত দেবরাজ করিলা বিচার ।
সুধা সার দিলা দোষ করি পরিহার ।
আস্বাদনে অমৃতের রস যদি পাই,
অমৃতের আর গুণ তা হলে কি চাই ?
হায় হায়! যখন কমলা-ফুল ফুটে ।
তখন কি তাতকে নাসায় ঘ্রাণ ছুটে ?
পারিজাত মহাপুষ্প থাকিয়া নন্দনে ।
আপাদিল মোহিবারে সহস্রলোচনে ।
অমনি অন্তরে তাঁর উপজিল তাপ ।
রুক্ষ হয়ে শচীপতি দিল তারে শাপ ।
এত যতনের তুই সুন্দর রতন ।
তাত হেতু রত্নাকর করিলা মথন ।

আশা ছিল প্রাণে তুই প্রেমাকিক নাশা ।
একেবারে ভেঙ্গে গেল এ আশার বাসা ॥
আজ নাহি তোর আর সম্মান ধরিয়া ।
অনঙ্গ থাকিয়া শুধু যাতনা লইয়া ॥
ত্রিলোকে থাকিবে বর্ণ মানসম্ভ্রম ।
বাম শূন্য দেখে কেহ ভেবোনা কখন ॥
ইন্দ্র আগে পারিজাত ও মন্দার আছিল ।
কমলার ফুল তার ফুলেশ্রী হইল ॥
পুরাণেতে যদি কেহ স্বর্গলোকে যায় ।
ইন্দ্রের সভায় নৃত্য দেখিবারে পায় ॥
তা হলে উর্বশী আদি নর্তকীর মাথে,
আর না দেখিতে কেহ পারে পারিজাতে
তাদের বেণীতে শোভে কমলার ফুল ।
দেখিবে নিশ্চয় এতে কিছু নাই ভুল ॥
অনঙ্গের পঞ্চবাণ ফুলময় কহে ।
কমলার ফুলে রচা কথা মিথ্যা নহে ॥
নহে অন্য পুষ্পশর করিয়া সন্ধান ।
ভাঙ্গিতে কি পারে কাম মহেশের ধ্যান ?
কমলার ফুল বিনা অন্য ফুল শরে ।
সাধ্য কি কখন হেন তীব্র তেজ ধরে ?
কমলার ফুলে শর না হৈলে রচন,
পারিত কি কাম বিশ্ব করিতে মোহন ?

যে বিরহী এফুলের সৌরভ জানিবে।
একথায় সায় সেই অন্তরে দিবে।
হেসোনা হে বিরহি পাঠক যতজন।
তোমাদিগে বলিলাম সাক্ষীর কারণ।
আরত অনেক মত কুসুমের ঘ্রাণ,
পাও, তাতে অ চকি আকুল করে প্রাণ?
কামিনী-কুসুম ঘ্রাণ দূরে পড়ে থাক।
"বাতাবীর" ফুলের কি সাধারণ থাক?
তার ঘ্রাণে হায়, প্রাণপ্রিয়ার লাগিয়া।
কাঁদে কিনা কেহ দেখি শপথ করিয়া?
সত্য বলি—এতে প্রাণ নাহি কাঁদে যার।
পুরুষত্ব প্রতি আছে সন্দেহ তাহার।
হায় কমলার ফুল ফুল কুলেশ্বর!
সৌরভে গৌরবে তুমি ভুবনে সোসর।
কমলার ফুলে আছে যে মধু ভাণ্ডার।
তেমন কি মধু আছে ত্রিসংসারে আর?
মধুবতী পদ্মিনী কি কার তার মধুর
সে মধু আস্বাদি তুষ্ট নহে মধুকর।
কমলার মধু শুধু মিষ্টতা না ধরে।
কত মত [illegible] রোগ শান্তি করে।
ওরে বিধি তোর কিরে কিছু জ্ঞান নাই।
কেমনে [illegible]

এইত রয়েছে মেঘে বিদ্যুৎচ্ছটা।
অনিত্যতা এতে কি হতেছে প্রদর্শন?
তা না, অনিত্যতা শুধু দেখাবার লাগি।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] তুমি না পারিবে?
তা হলে [illegible] কেমনে হইবে
[illegible] থাকে যত।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] তাই [illegible] মনের [illegible]॥
ঘুচাতে অজ্ঞান তাপ করিয়া কৌশল।
গাছেতেই ফলাইল মরকত ফল!
তারপর এ ফলের আর এক রূপ।
কমলা কেশর যেন হৈল এক অঙ্গ!
কতকাংশ স্বর্ণ-গঞ্জিত রূপ ধরে!
কতটুকু রূপে মরকতে তুচ্ছ করে!
কিছুদিন এইভাবে হইলে অতীত।
আবার নূতন ভাব হয় উপস্থিত।

শাই মরকতদ্যুতি সহ হেমপ্রভা।
নিরখিয়া কৌতুহল-লোভ-উপজয়।
ভাবে তাঁরা পরিশ্রান্তা ভ্রমণ কারণে।
ফলিয়াছে স্বর্ণপিণ্ড কমলার বনে॥
কামুকেরা নিরখিয়া মনে২ ভাবে
কামিনী-কপোল বুঝি গাছে ফলিয়াছে।
ইহাদের হতে যারা ভুরুকাটি সরস।
তাদের মনেতে আগে উঠে অভিলাষ॥
ভাবে তারা আমাদের সন্তোষ সাধন
হেতু বিধি গাছে ফলায়েছে পীনস্তন।
কিন্তু তারা কমলারে করিয়া গ্রহণ।
সুখ লাভ করিতে না পারয় তেমন।
শেষেতে নিরাশ হয়ে বিধাতারে কয়।
ওহে বিধি! দিয়ে নিধি, হরা বিধি নয়॥
পীনস্তনী-স্তন যদি গাছে ফলায়েছ।
স্পর্শনে সে সুখে কেন তবে বঞ্চিয়েছ?
[illegible] তাহারা গাছে কমলা হেরিয়া।
ভাবে বিধি বুঝি এবে সদয় হইয়া।
এই ফলে রাখি দিলা সুধাময় রস।
খাবেনা চিত্তের জল করিবে শীতল॥
[illegible] নারীরা তাকে সমর্পিয়া কয়।
আমোদে [illegible]॥

তেমনি কমলা করে করিয়া গ্রহণ
আবেশে অস্থির অঙ্গ, ছিন্ন মর মন॥
আর আর কত রূপ কাশীতে আছে।
স্বরূপ করিয়া বিধি কারে গড়িয়াছে?
কাটালে কণ্টকে বিধি করিলা বেষ্টন।
বাদামেরো উপরেতে দৃঢ় আবরণ॥
রূপে গুণে এখানে কমলা যে প্রকার।
ফলের দলেতে মাঝে হেন নাই আর॥
কমলার চাকলা করে দরশন।
লাজে অগ্নি মাঝে হয় কনক দাহন॥
সিন্দুরে মাখিতেছে গোলা বিমান উপর।
গোলাপেরও নাহি তার সুশ্রী আদর।
কবিত্বা লুকায়ে আছে মূর্তি তার তলে।
রূপে কে জিনিতে পারে কমলার ফলে?
শুধু রূপ নয় দেহ অতি সুগঠন।
ঠিক যেন গোরাঙ্গীর কুচের গঠন॥
যে কুচে অর্পিতে কর করে আকিঞ্চন।
রসময় রসিক নাগর প্রতিক্ষণ॥
কমলা ফলের ছাঁদ কিছু আছে তার।
তাতেই আদর এত নতুবা কে চায়?
এ কুচের কমলা আকৃতি যবে নহে,
[illegible]

তখন কি দুঃখেতে করবা বে আর।
আগের রতন করে বাঙ্গালা স্বীকার ?
রূপ আর আকৃতি ত এতেই বুঝিলে।
গুণের কি দিব তুলা উপমা না মিলে॥
গুণের কমলা যদি নির্গুণ হইবে।
সভ্যজাতি ইংরেজেরা কেন আদরিবে ?
কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, মগল পাঠান।
সকলেই কমলার করেন সম্মান॥
অম্লরস সহ মিষ্ট রসের সংযোগ।
চান্দের সহিত যেন অমৃতের যোগ।
নিদারুণ অতিসারে পড়িতেছে টান।
দেখে বৈদ্যরাজ দেয় করিয়া "রসান"
রসান যখন উঠে স্বভাব ধরিয়া।
কমলা সেকালে রাখে প্রাণ বাঁচাইয়া॥
খোসা বীজ কমলার লয়ে বৈদ্যগণে।
তাহা দিয়া মুক্ত করে কত রোগীগণে॥
অঙ্গগাত্র কিছু মাত্র ফেলান না যায়।
কিবা চমৎকার গুণ হায় হায়২॥
পাতার আঘ্রাণে মন উল্লাসে রাখণ।
কোন বৃক্ষপত্রে আছে মহিমা এমন ?
কোটি২ প্রণাম, কমলা তব পায়।
তুচ্ছ [illegible]॥

135

এতক্ষণ তোষামোদে লোকের রঞ্জন।
কেবল কমলা গুণ করিনু বর্ণন ॥
কিছুমাত্র দোষ যদি না করি কীর্ত্তন।
পক্ষপাতি হয় তবে যথার্থ বচন ॥
তাই কিছু কমলার কহিতেছি দোষ।
হে কমলা তুমি পাছে কর কিছু রোষ।
সবগুণ তোমার হে একমাত্র দোষ।
গুটী দশ, বারো মাত্র ভিতরেতে কোষ ॥
এতে কি পেটুক-পেট মানে পরিতোষ ?
কাজেই বিধাতার প্রতি হয় রোষ ॥
কাঁটাল—কতনা কোষ তাহার ভিতরে।
রসনাতে পেটুকের সন্তোষ বিতরে ?
কিন্তু এই কোড় নাকি প্রাণে সহ্য হয় ?
কমলার মোটে কোষ গোটা আট নয় ॥
সে কোষই বা বড় কত ?—কুবেরের কোষ
সম হলে কতক রহিত বটে রোষ।
অথবা যাহার কোষে আছে জলদোষ।
তার কোষ তুল্য হলে ছিল না কো দোষ ?
ওরে বিধি, সাধে তোর প্রতি হয় রোষ ?
জল দিলা রুদ্ধ করে মানুষের কোষে ?
রস দিলা [illegible] কমলার কোষে
এ কি দোষ কি দোষ [illegible]

দিবে সেই দোষ তোমা দিছে সেই লোক
বুঝিয়াছ পেটুকের সম্পাদের দোষ।
যাতে কিছু পেটুকের হয় উপকার।
তাতে বাম মাথা কোণ আছেই তোমার।
আহারের সুখে থাকি সাহারের সুখে।
মধুকোষ পাতিয়া করিলে, একটুক।
আর এক নন্দন হয়েছে যে আজ
কদের লোপের তার দেখাইছ কাজ
ভেবে চিন্তে একবারে করেছি অবাক্
এই দিক তোমার জ্ঞানের পরিপাক।
রোগে যাতে আমি যদি পাই এক্ষণ।
কোন হতে বিধিতব হতে একটীন।
তা হলে করেছ তুমি যত অবিচার
সব সংশোধন করি নাহি পুনর্বার।
আর আম কাঁটাল কলম, আদি কল।
বার মাস পাব যেন যাবৎ সকল।
ঢাকাই জালার মত আম সব গড়ি।
পিপার মতন সব কাঁটালকে করি।
একটী কাঁটালে সেই লক্ষ কোয়া।
একটীও তার মাঝে রাখিনাক ভোয়া।
পরওয়ানা জারি করি হালুয়ার প্রতি।
সন্দেশ মিঠাই যেন এক রতি॥

আমৃত্তী গড়িতে যেন এক মণ হয় ।
মেঠাইত আর মণের কম কভু নয় ।
পাঁচ পোয়া করি সবে গড়িবে "খাজা" *
অবাক দেখিয়া লোকে হইবে অবাক ;
কাঞ্চনপুরীর নাম হক বড় বড়,
সন্দেশ তেমন তব কিছু কম নহ,
এমন কি লুচী গুলা এত বড় চাই !
শীতের সময় যেন গায় দিতে পাই ;
বড় টাকি ইট চেটাপ গড়ে ;
বড়শী সকল যেন সেইরূপ করে,
তাহার সহিত খাজা বানায় যেমন ;
পানতুয়া হতে চাই এমনি ধরণ !
জালকড়া পারে যথা গাছিনের ধাম,
গোলাগুলা হতে চাই হতে এই পরিমাণ
এইমত সকল করিয়া বহর !
আদেশিল যার ইচ্ছা যত হয় গড়,
অসংখ্যা করি সব গড়ের সমান ।
সর্ব্বাক্ত অর্দ্ধেক, অর্দ্ধ মধুকোষ খান ;
সংসারেতে তিনশত পঁয়ষট্টী দিন ;
সব শেষ করে পৌষ সংক্রান্তি অধীন ॥

* পাবনাঅঞ্চলীয় এক প্রকার সন্দেশ

সন্নাসি, উদরকাশা, বেদন আদি ।
যত কিছু রোগ আছে পেটুকের বাদী ॥
একবারে সমুদয়ে সমূলে তাড়াই ।
অগস্ত্যের মত করি উদরের খাই ।
খায়, যেন সকলে মাখিতে যেন খাই !
ভস্ম হয় সব যেন পড়ে গেলে বাহ্নি ॥

বিধির বিধাতা বিভো কঞ্জাসনাম ।
বিধাতার একটানী করহ প্রণাম ॥
যত রোগ আছে সব মিটাইয়া লই ।
বরনা একটীক আমি একদিন বই ॥
বিধির অবিধি আর সহিতে না পারি ।
তব দাস হয়ে বিধি এত অত্যাচারী ?
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি বাঞ্ছাপূর্ণ কর ।
হর আর পেটুকের মনস্তাপ হর ॥
বলিতে কি পরমেশ্বর পাঠকেরা সবে ।
এমন সুখের দিন কতদিনে হবে ?

১৭। বিধাতার প্রতি।

ওহে অহে বিধিবর! মানবের কলেবর,
গড়িয়াছ মনোহর, তাহে খেদ নাই হে।
হস্ত, পদ, চক্ষু, কাণ, দিলে যথা পরিমাণ,
বুক, মুখ, জিহ্বা, নাসা, যাহা কিছু চাই হে।
করিতে পদার্থ দৃষ্টি, করেছ নয়ন সৃষ্টি,
ভ্রমণ কারণ দিলে, দুখানি চরণ হে।
কথা বার্ত্তা কহিবারে, সৃজিয়াছ রসনারে,
কাণ দিলে বস্তুনয়, করিতে শ্রবণ হে।
আর যত অবয়ব, উপকারী দিলে সব,
পেট দিয়ে ফেলাইলে, ঘোরতর দায় হে।
একমাত্র পোড়া পেট, করিয়াছে মাথা হেট,
নহিলে কি কবি কিছু, কার কাছে চায় হে?
বাঙ্গলায় * অতঃপর, যদি কবি সৃষ্টি কর,
তবে ক্ষুধা তৃষ্ণা যত, পেটের যাতনা হে।
হের গলবস্ত্র হই, মিনতি করিয়া কই,
দেখ না দেখ না বিধি, এ দুঃখ দেখনা হে!!!

১৮। কবির বেশ উপলক্ষে।

প্রশ্নোত্তর।

"কেন কহ কবিবর, হেন বিশ্রী কলেবর,

* বঙ্গদেশে অথবা বঙ্গভাষায়।

তৈলবিনে গায় যেন, উড়িতেছে খড়ী হে।
"পরা মোটা 'মারকীন' তাও হেরি স্থমলিন,
দো ছোট "মলমল" ছেঁড়া তাও হেরি ধড়ি হে;
ছেঁড়া চটী জুতো পায়, চলে যেতে খসে যায়,
যেন আছ কতদায়, কাঙ্গালের প্রায় হে।
কেন হেন দীনবেশ, বল বল সবিশেষ,
বিত্তভেবে লজ্জা কিছু, কোরনা আমায় হে।"
"তোমারে কহিতে ভাই, কণামাত্র লজ্জা নাই,
পরম আত্মীয় তুমি, সুধাইলে তাই হে।
বাঙ্গলার * হস্ত করি, প্রায় তাঁহাদের ছবি,
এইমত, ইহাহতে, ভাল বড় নাই হে।"
"এখন সুসজ্জা যাঁরা, লক্ষ্মীছাড়া বেশে তারা,
অন্যদের করিবে যে, তা কি মনে ভান না?"
"লক্ষ্মীছাড়া বেশে যারা, ঘৃণা করে দেয় তাড়া,
সরস্বতী-ছাড়া তাঁরা, ওদলেতে যাব না।"

১৯। দুর্জ্জনের গুণগ্রহণ উপলক্ষে।

নিজে গুণধাম যাঁরা, সরল স্বভাবে তাঁরা,
অপরের গুণমালা, করেন গ্রহণ রে।
গুণহীন ঠেকে দায়, যদি কারো গুণ গায়,
করে না সরল ভাবে, সে গুণ বর্ণন রে।

* বাঙ্গলা ভাষায় অথবা বঙ্গদেশে।

রসজ্ঞ কোকিলকুল, রসাল-মুকুল ফুল,
কুহুরবে ধন্য দিয়া, করয় ধারণ রে।
সুভোজ্য পেলেও কাক, ত্যজে না কর্কশ ডাক,
খায়, তবু জনদায়, কর্ণের বেদন রে।
আছে আর একদল, শুদ্ধ তারা চায় ছল,
গুণী গুণ পূর্ণ তারা, করে না বর্ণন রে।
কবি কয় না কহুক, হউক ওদের মুখ!
"ণকার" বিহীন গুণ, শব্দের সদন রে!

২০। অল্পজ্ঞের কাব্যালোচনা উপলক্ষে।

গুমটের রজনীতে, শুই বিনা মশারিতে,
লাখে লাখে মশা যদি, সব গায় খায় রে;
প্রভাতে জাগিয়া উঠি, হেরি দেহে গুটী গুটী,
জল-বসন্তের মত, নাহি দুঃখ তায় রে;
ঠিক্ দুপরের রোদ, তাও করি তুচ্ছ বোধ,
দাঁতে আলা জুতো* পায়, চলা নয় দায় রে;
কাঁকোর তাহার মাঝে, ঢুকিলে বা কত বাজে
তাও সয়ে কোনমতে, পথে চলা যায় রে;
চরণ হইবে ক্ষত, তাহে বা যাতনা কত?
মাছি সব ভোঁ ভোঁ করে পড়ুক না তায় রে;

* অর্থাৎ যে জুতা পায় দিলে পায়ের চাম কাটিয়া যায়।

এসকলে একটুক, মনে না ভাবিব দুখ,
স্থির চিত্তে সহিবারে পারি সমুদায় রে।
কিন্তু কাব্য কয় কারে, যারা তা বুঝিতে নারে,
ভারতী-ভাণ্ডারে যারা, কখনই যায়নি,
কেবল দুয়ারে থেকে, উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখে,
পর-মুখে মাত্র চেকে, নিজে স্বাদ পায়নি;
হেন—হেন মূঢ়গণ, সুকাব্যের আলোচনে,
দোষ কহে না বুঝিয়ে, ঘাড় মুড় নাড়িয়া,
মরি মরি আহা আহা! সহিতে না পারি তাহ
শুনে ইচ্ছা হয় সেই সভাহতে ভাগিয়া।
আছে কই তার পথ, ইহাদেরি মত—মত,
গুণাঙ্ক কাব্যাঙ্ক যত, বিজ্ঞমনা কাছে সে!
কিন্তু কুকুরেতে খায়, তাহে বরং বাঁচাযায়,
নিন্দুকের বিষ দাঁতে, কবি কোথা বাঁচে রে!!!

২১। কোন দায়িক ধনীর টালমটাল উপলক্ষে

কোন এক ধনী কাছে, কিছু মোর প্রাপ্য আছে,
আদায় করিতে তাহা, তার কাছে যাইলাম;
প্রকাশিয়া কাতরতা, কয়ে কত মিষ্ট কথা,
ভিক্ষুকের ভাব ধরি, টাকাকটি চাইলাম।
গত হল কতকাল, বাবুজী না কথা কন,
আজিও বসিয়া আছি, যেন ধন্না পাড়িয়ে;

ঘরেতে খাবার নাই, মনেতে ভাবনা তাই,
টাকা পেলে বেঁচে যাই, যেতে নারি ছাড়িয়ে॥
আবার চাহিনু টাকা, বাবুজীর মুখ বাঁকা,
কহিলেন "কটা টাকা, তুমিই বা পাইবে ?
তাতেই তাগাদা এত, সমুচিত নয় এত,
সময় গময় নাই, এসে তুমি চাইবে ?
তোমার টাকা না দিয়ে, যাবনা হে পলাইয়ে,
হাতে টাকা নাই তাই, দিতে তোমা পারি না।
টাকা হাতে এলে পরে, দিব তোমা খোঁজ করে,
নয় শ পঞ্চাশ টাকা, তোমার ত ধারি না॥"
এদিকে বাবুর কাছে, বাক্সের উপরে আছে,
শতাধিক টাকা আমি, ভুট বই পাবনা।
শুনি বাবুজীর বাক্, অমনি লাগিল তাক্,
কি বলে উত্তর করি, হল তাই ভাবনা॥
খোষামুদে ছিল যারা, কহিয়া উঠিল তারা
বাবুর মেজাজ আজ, ভাল নাই জানিবে;
মোরা জানি গণ্ডা পাই, তহবিলে টাকা নাই,
আইলে কদিন পর, অবশ্যই পাইবে॥
শুনিয়ে তা মনে মনে, কহিলাম যে কারণে,
আমি চাহিতেছি টাকা, কেহই না বুঝিল।
ঘরে যে খাবার নাই, তাদে কি কাতরে চাই,
এ কথাটা একবার, কেহ নাহি ভাবিল।

প্রাপ্য টাকা চাইলাম, মুখ ঝাম্‌টা খাইলাম,
হরিশ কহিছে খেদে, দুঃখ বলি কারে রে।
ধনীর সকলি সাজে, কেবল ধরণীমাঝে,
দরিদ্রেরা অনুপায়, হায় হায় হায় রে!!!

২২। আশাভঙ্গ উপক্রমে।

শুন শুন ওরে ভাই, যবে আমি কিছু চাই,
যদি দিতে পার তবে, কর অঙ্গীকার হে।
না পারত স্পষ্ট কও, কেন দোষে দোষী হও,
তুমিত আমার কিছু, ধারনাকো ধার হে?
সেই দিচ্ছি বলে বোলে, কতদিন ছলে ছোলে,
শেষ কালে টেলেটুলে, কোরনা নিরাশ হে।
আশাভাঙ্গা আশা দিয়ে, এর মত পাপ-ক্রিয়ে,
নাই—নাই পৃথিবীতে, নির্ঘাস—নির্ঘাস হে।
সরলে নাকর দান, তাহে না কাঁদিবে প্রাণ,
আশা দিয়া নাহি দিলে, বড় প্রাণে বাজে হে,
হতাশ্বাস হলে পরে, প্রাণ মন যে কি করে,
কহে যার সেই জানে, শোকালয়-মাঝে হে।
কবি কহিতেছে আর, যত ক্লেশ নিরাশার,
জেনেছি জেনেছি তাহা, আমি বিলক্ষণ হে
শত্রু-বজ্র বুকে হানে, বরঞ্চ তা সহে প্রাণে,
তবু নিরাশার ক্লেশ, নাযায় সহন রে।

২৩। প্রভুর দুর্ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া।

কাননে কুরঙ্গগণ, করি তৃণমূলাসন,
স্বাধীনে জীবিতকাল, অনায়াসে কাটিছে,
ধনি-পাশে নাহি যায়, ধমকানি নাহি খায়,
তার আজ্ঞামাত্র নাহি, প্রাণপণে খাটিছে।
সর্ব্বদা স্বাধীন আছে, চাহেনা কাহার কাছে,
শ্রম করি যাহা পায়, তাহে সন্তোষিত রে!
আ মরি কি সুবিচার! শুনে লাগে চমৎকার,
ওরা না কি পশু আর, আমরা পণ্ডিত রে!!!

ধন্য ধন্য মৃগ গণ! তোষামক-দর্শায়,
ধনীদের মুখ সদা নাহি তাকো সভয়ে,
সতত স্বাধীনে রও, চাটুবাক্য নাহি কও,
পোড়া পেট পূরাবার আশয়েতে বিনয়ে;
ধনীদের সাহঙ্কার, বাক্যগুলা বারবার,
তোমাদের কর্ণমূল করেনা ব্যথিত হে!
যে আজ্ঞার ভার বয়ে, আশায় অধীন হয়ে,
বাতাতপে জল, ঝড়ে নাহও ব্যথিত হে।
নিদ্রা এলে নিদ্রা যাও, ক্ষুধা পেলে তৃণ খাও,
প্রভু-কার্য্য-অনুরোধে, বাধা নাই তার হে,
কহ আমি পায়ে ধরি, কোথা কোন্ তপ করি,
এমন সুখের দশা লভিলে সবায় হে!!!

২৪। কোন স্কুল ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টরের দুর্ব্ব্যবহারে।

কত রাত জেগে জুগে, কত মত ক্লেশ ভুগে,
এর ওর চুরি করে, গ্রন্থ এক লিখিলাম।
আশা উহা ছাপাইয়া, গুণগ্রাম জাঁকাইয়া,
পাইব বিস্তর টাকা—মস্ত ধনী হইলাম!
হাতে কিছু টাকা নাই, কিসে এ গ্রন্থ ছাপাই,
ধার করে কিছু টাকা, কত যত্নে লইলাম,
বেড়ে গেল আশা বাই, যন্ত্রালয়ে নিত্য যাই,
তাগাদা করিয়া কত, গ্রন্থখানা ছাপালাম।
পুস্তক হইল বাঁধা, বাড়িল বিক্রীর ধাঁদা,
কেমনে বিক্রয় করি, এই চিন্তা উঠিল;
আমার পুস্তকচয়, বিদ্যালয়ে পাঠ্য হয়,
কিরূপেতে মন তার, চেষ্টা পক্ষে ছুটিল।
স্কুল তত্ত্বাবধায়ক, পাঠ্য-গ্রন্থ-নির্ণায়ক,
তিনি যেন পাঠ্যগ্রন্থ, নির্ব্বাচন করিবে।
হলে কৃপাদৃষ্টি তাঁর, অকর্ম্মণ্য গ্রন্থকার,
বিরচিত গ্রন্থ যার, বিদ্যালয়ে চলিবে।
শুনে বাড়ে আশা বাই, তাঁহার নিকটে যাই,
কহিলাম তাঁরে কত, খোসামুদী করিয়ে।
কৃপাদৃষ্টি হল তাঁর, অনুগ্রহে বাঁচিল আর,
আমার রচিত গ্রন্থ, পাঠ্য মঞ্জুর করিবে;

তত্ত্বাবধায়ক যিনি, পুস্তক চেয়েন তিনি,
দিনু সব তাঁরে নিয়ে, নিজে শিরে বহিয়ে ॥
আশা টাকা পাব কত, পুনঃ গ্রন্থ নানামত,
লিখিব এ আশে গেল, মাস কত বহিয়ে।
শেষেতে ঋণের টান, পড়িল, না থাকে মান,
তত্ত্বাবধায়ক-পাশে, ধাওয়াধায়ী ধাইলাম।
কত দিন ঘুরে ঘুরে, কত স্থান ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে,
শেষে দরবার তাঁর, কত পুণ্যে পাইলাম।
যখন চেলাম টাকা, তখনই মুখ বাঁকা,
আর সেই স্নেহ মাখা, কথা নাহি শুনিলাম।
কত করি 'উমেদারী' প্রাপ্য টাকা পেতে নারি,
পেয়ে ক্লেশ অবশেষ, শূন্য হাতে ফিরিলাম।
সেখানে নিরাশ দুখে, যে শেল বাজিল বুকে,
কে বুঝিবে কারে কব, এই ঘোর যাতনা !!
ঘৃতকুম্ভ-বাহী মত, ফুরাইল আশা যত,
কেবল হইল সার; মনে মনে কল্পনা।
দূরে থাক লাভ করা, ঋণের চিন্তায় জরা,
হইলাম লাভে হল, "গরম গোবধ সে !!"
হরিণ বিদুর কাছে, কাতরে বিনয়ে যাচে,
কার যেন নাহি ঘটে, এরূপ বিপদ রে।

২৫। কবির স্বাধীন বাক্যের উপলক্ষে।

বসন্তের আগমনে, সহকারে ফুল্ল-মনে,
গায় যবে পিক তায়, তাড়া কেহ কোর না।
ভাব রসে মগ্ন হয়ে, সুগায়ক বীণা লয়ে,
গায় যবে, বীণা তার, সে সময় কেড় না।
এসব বা প্রাণে সয়, এতে দুঃখ তত নয়,
কিন্তু দেখো কেহ হেন, নিষ্ঠুরতা কোরো না।
বাণী-কণ্ঠ-কবি সবে, মুক্ত কণ্ঠে বর্ণে যবে,
সেসময় কেহ যেন, কণ্ঠ চেপে ধোরো না।

২৬। অসার-গ্রাহীদিগের দুঃস্বভাব উপলক্ষে।

ওহে বিধি! ছি ছি ছি! তোমার বা কব কি!!
অচেতন কুলাখানা, সারগ্রাহী গড়েছ!
সচেতন সুগঠন, এমন মনুজগণ,
তাদেরে ও গুণে কেন, প্রবঞ্চিত করেছ;
বিনয়ে এ ভিক্ষা চাহি, না করিয়া সারগ্রাহী,
ভাবীকালে একটীও, মানুষ গড়ো না হে।
একেইত কবিচয়, অরি ভয় শূন্য-ময়,
সে সংখ্যার বৃদ্ধি আর, করো না করো না হে।

২৬। ঐ

ওহে অহে হংস ধীর? নীরসহ দিলে ক্ষীর,
নীর ত্যজে ক্ষীর তুমি, করহ গ্রহণ হে;

পিপীলিকা তুমি ধন্য, সারগ্রাহী অগ্রগণ্য
বালি, চিনি বেছে চিনি, কর আহরণ হে।
জন্মি পক্ষীকীটকুলে, অসারে না মজ ভুলে,
কি আশ্চর্য্য নরবংশে, লভিয়া জনন হে।
যারা নাহি সার বোঝে, কেবল অসার খোঁজে,
তাহাদের চিত্তবৃত্তি, নাজানি কেমন হে!!
যাদের স্বভাব হেন, তোমরা তাদিগে কেন,
সারগ্রহণের রীতি, দাও না শিখিয়ে হে!
শিখিলে এ সাধু রীত, সমাজের হবে হিত,
তাই বলি তোমা দোঁহে, বিনয় করিয়ে হে!

২৭। দরিদ্রের প্রার্থনা।

রে মুরখ চতুর্মুখ! যা দিবার দিলি দুখ।
এ দুঃখে অসুখী আমি, একটুকী নই রে।
এজন্মে যা হবে, হবে, কিন্তু মোরে পুনঃ ভবে,
জন্মিতে যদ্যপি হয়, শুন তবে কই রে—
যেই লোকালয় মাঝে, অর্থরই কোন কাজে,
কাহারে না পাওয়া যায়, সেই লোকালয় রে,
ওরে তোর পায় ধরি, কাতরে এ ভিক্ষা করি,
দেখ দেখ যেন মোরে, জন্মিতে না হয় রে!!
যদি বা জন্মিতে হয়, তবে যেন নাহি রয়,
দরিদ্রতা দেহ মাঝে, করি অধিকার রে!!

যদিও দরিদ্র হই, কৃতাঞ্জলিপুটে কই,
যেন নাহি থাকে, দারাপুত্র পরিবারে রে !!
দারাপুত্র পরিবার, পালনে না বলে ভার,
আপনি দরিদ্র হতে, একটুকু ডরিনে।
হরিশ কহিছে দাতা, না শুনত খাও মাথা,
নিজের লাগিয়া তোরে, খোসামুদী করিনে।

২৮। কবির দৈন্যে। (প্রশ্নোত্তর।)

কুমার-কুমার * ভাই ! সত্য বল যা সুধাই,
কোন্ প্রতিমার যত্নে, "তারা ভুরু" আঁকিছ ?
কমলার চক্ষু আঁকি, তুমি ইহা চিন না কি,
যেনে শুনে ফিরে কেন, আমারে হে কহিছ ?
কেমন আঁকিছ ভাই, দেখি তবে দেখে যাই,
শুদ্ধ শুদ্ধ হয় নাই, ত্রুটী কিছু হয়েছে,
"তারা" না দো দিতে "ফুল" তোমার হয়েছে ভুল,
দেও দেও "চিহ্ন" দাও বাকী কেন রয়েছে ?
চক্ষেতে চিতিলে ফুল, কানী বলে করে তুল,
গাহাক বাঁধাবে গোল, তাহা কিহে গেনেছ ?
কমলার চক্ষু আছে, এ কথাটী কার কাছে,
অবোধ কুমার ভাই, কবে বল শুনেছ !
কমলবাসিনী লক্ষ্মী, কমল জিনিয়া অক্ষি,

* কুম্ভকারের পুত্র।

কেন এ কথাও শুনি, ধনিগণ কয় হে ;
মিথ্যা সেটা যত হোক্, কমলার রৈলে চোখ
স্বভাব-সুকবিগণ, দরিদ্র কি হয় হে !!

২৯। পরিচ্ছদ-গর্ব্বীর প্রতি।

অহে অরে ধনী ভাই ! ধনী বলে ঠাঁই ঠাঁই
আপনিই আপনার গৌরব বাড়াও হে।
স্বভাব সৌন্দর্য্য নাই "দোষে" "বেশে" তবু তাই
কত মত "সাজে" "গোজে" তাহাই সাজাও হে।
পরি বিধ পরিচ্ছদ, অহঙ্কারে গদগদ,
মাটীতে ফেলনা পদ, যাও চাও তাকিয়ে।
পতঙ্গ ময়ূর পাখী কেমন সজ্জিত তা কি
দেখ নাই জ্ঞান-আঁখি কখনই মেলিয়ে ?

৩০। কবিতার অনাদরে।

হে কবিতে! আদরিবে কে আর তোমায় ?
হয়েছে হৃদয়শূন্য প্রায় লোকসমুদায়।

হৃদয় থাকিলে পরে, তোমায় যে অনাদরে
কে এমন এ ভূপরে শিলাময়-কায় ?

হায়! মাধবীলতা, যারে প্রেমাদর সহকারে,
রাখিত হৃদয়াগারে, যত্নে সহকার,
এ দুঃখ কহিব কায়! এখন সে লতিকায়
অসার আকন্দ কায়, স্থান নাহি পায়!

ললিতা-কবিতাভাবে, রসে, গুণে হবে ভাবে
নব নব ভাবে ভাবে কারে না ভুলায়?
হায় কি পুরুষ যত, হল পুরুষত্ব হত!!
তাই ত্যজে ক্লীব মত, নব নায়িকায়।

হে কবিত্বে! প্রাণেশ্বরে (১) হারায়ে দুঃখসাগরে
ডুবিয়াছ কে বিতরে, আশ্রয় তোমায়।
দুঃখসিন্ধু-নিমগনা, যে বিধবা বঙ্গাঙ্গনা (২)
তার প্রতি কৃপাকণা, অর্পিতে কে চায়?

(১) প্রাণেশ্বরে—প্রাণকান্তে অথবা প্রাণ স্বরূপ ঈশ্বরে অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্তে।

(২) বিধবাবঙ্গাঙ্গনা—বঙ্গদেশীয় বিধবাঙ্গনা অথবা এতৎ কাব্যকারের রচিত "বিধবাবঙ্গাঙ্গনা" নামক কাব্য

হে কবিতে! না জান কি, সুপবিত্রা যে জানকী(৩)
সদ্‌গুণে সতীত্বে যার, তুলা মেলা দায়।
ভ্রমেও না গুণ স্মরে, বিনা দোষে দূষী করে
অবোধ নিকরে, তায়, অপবাদ গায় !!

হে কবিতে! যদি এবে, লোকে তোমা নাহি সেবে
ভগ্নোৎসাহে তাই ভেবে, হওনা দুঃখিতা।
সতত সভাবে থাক, বিভু প্রতি প্রীতি রাখ,
যাইবে দুর্দ্দশা তব, তাঁহারি কৃপায়।

৩১। গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যাগমনে
সমীরের প্রতি।

অহে অহে সন্ধ্যা-সমীরণ!
তোমার নিক্ষিপ্ত শ্বাস সুশীতল করে,
দিবসের শেষভাগ, যে ভাগ বমন
করে রবিকর, রবি অস্ত গেলে পরে।
হে মলয় ভ্রমণকারিন!
বিলাসি! আইস, এবে বিলাস-নিচয়
বাহিরয় অনিলে, খাটিয়া সারাদিন,
তোমার একালে ভ্রমা উচিত কি নয়?

(৩) জানকী—রামচন্দ্রের প্রেয়সী, অথবা এতদ্‌
কাব্যকারের রচিত জানকী নাটক।

এসময় তব পরশন,
প্রিয়বন্ধু-সুখস্পর্শ-কর-স্পর্শ প্রায়
প্রার্থনীয়, এস—এস ওহে সমীরণ !
আলিঙ্গিয়া, জুড়াও উত্তাপ-তপ্ত-কায়।
আমি না আহ্বানি একেশ্বর,
অসংখ্য স্বেদার্দ্র-বক্ষ দেখ প্রসারিত
তবলাগি, দেখ কত ক্লান্ত-কলেবর,
কত অচঞ্চল নাড়ী, তোমায় প্রার্থিত।
(ধন্য ধন্য মলয়শিখর !
সতত করিছে লাভ তব আলিঙ্গন !—
সতত শুনিছে তব সুমধুর স্বর !
বঙ্গলের ভাগ্য নয় প্রসন্ন তেমন ;)
এস-দেখ উপবন মাঝে,
সৌরভের ভাণ্ডার করিয়া উদ্ঘাটন,
নানা রাগ-রঞ্জিত কুসুমকুলরাজে,
যাচয়ে তাহারা তব প্রেম আলিঙ্গন।
ওহে, যারা অকৃতজ্ঞ নয়,
তুমি প্রেম-আলিঙ্গনে তুষিলে ওদের,
এখনি ধরিবে তারা করিয়া বিনয়,
উপহার দিবে তোমা মধুর সৌরভ !—
এস বায়ো ! কর আস্বাদিত
কুসুম[illegible] পীযূষ,

যথা দোলে মাতৃক্রোড়ে সুখে হেসে স্মিত
ললিতা কুমারী, হেরে নয়ন জুড়ায়।
  হের বায়ো! সরসী মাঝারে,
নাথ অদর্শনে ম্লান কমলিনী কত,
নিরখি কুমুদীকুল প্রিয়-দ্বিজরাজ
ফুল্লোন্মুখী, শোভিছে, কেমন মনোমত!
  যদি বায়ো, এমন সময়,
কুমুদিনী দলে নাহি কর আলিঙ্গন,
চন্দনলতিকা-পাশে থাকহ মলয়,
নিশ্চয় তোমারে তবে বিধি বিড়ম্বন।
  ওহে সুরসিক সমীরণ!
আরক্তিম গণ্ডস্থলে, বিন্দু বিন্দু স্বেদ,
বরাঙ্গনাদের, দেখ শোভিছে কেমন!
(শিশিরাক্ত গোলাপ ও কপোলে কি ভেদ?)
  অলকাগ্র করিয়া কম্পিত,
এমন কপোল যদি নাকর চুম্বন,
জানিও তাহলে তুমি হলে বিড়ম্বিত,
কি ফল?—বৃথায় তব ভুবনভ্রমণ!
  তব [illegible] !
যখন চারিদিকে যত বরাঙ্গনাগণে
[illegible]
যদিও সে যবে,—[illegible] নহে।

নবপল্লবিত কিশলয়,
সহ নিশি তুমি যে হে "কুহু," "কুহু" স্বরে
গাও প্রাত, তাহা যত মিষ্ট বোধ হয়,
তত সুখ বিতরণ ও স্বরে না করে।
নিস্তব্ধ-প্রকৃতি প্রতিক্ষণ,
তব আগমন-পথ প্রতীক্ষণ করে,
সম্ভাষি তাহার হর্ষ কর উদ্দীপন।
এস হে সত্বরে—বায়সো! এস হে সত্বরে!

৩২। বানর এবং কুকবি উভয় তুল্য।

কুপদ-বিন্যাস-পর কপি যেইরূপ,
কুপদ-বিন্যাস-পর কুকবি সেরূপ,
শাখামৃগে পল্লব-গ্রাহিতা যে প্রকার
কুকবিতে পল্লব-গ্রাহিতা সে প্রকার,
অলঙ্কার-বোধহীন বানর যেমন,
অলঙ্কার-বোধহীন কুকবি তেমন;
সুরভি (১) প্রসূন কপি অবহেলে কাটে; (২)
সুমতি (৩) প্রসূন কুকবিও হেলে কাটে। (৪)
অর্থ ত্যজি বানর যেমন স্বার্থ চায়,
অর্থ ত্যজি কুকবি তেমন স্বার্থ চায়,

---

(১) সুন্দর সুগন্ধী। (২) দংশন করে। (৩) সু-বুদ্ধি। (৪) কর্তন করে।

কুফল লভিয়া কপি যথা গা দোলায়,
কুফলে কুকবি তথা গা দোলায়ে যায়;
মর্কট কুকবি দোঁহে দোঁহে সনে তুল,
কুকবি যে পুচ্ছহীন বিধির তা ভুল !!!

৩৬। বারাঙ্গনা এবং কুকবি উভয়ে তুল্য।

পণ্ডিত অভিজ্ঞগণে, কুকবির বেশ্যাসনে,
তুলনা যে দিলা তাহা বড় বেশ খেটেছে,
উভয়ের তুল্য গুণ, কেহ বড় নহে ন্যূন,
বোধ হয় কবি (১) যুগে তুল্য ভাবে বেঁটেছে।
বেশ্যা সভ্যতা(২) নাশে, কিঞ্চিৎ না শঙ্কা বাসে
সভ্যতা (২) নাশে তথা কুকবি না ডরে রে।
কুবাক্যে (৩) গণিকাগণে, আপনাকে ধন্যা গণে
কুকবি কুবাক্য (৩) দানি, আত্মশ্লাঘা করে রে।
পরার্থ (৪) হরণ তরে গণিকা কত না করে,
আত্ম শিষ্ট মনোমাঝে গণে না কিঞ্চিৎ রে;
পরার্থ (৪) হরণ তরে, কুকবি কৌশল ধরে
মানাবে কণামাত্র না হয় কুণ্ঠিত রে।
সুচরিত কুচরিত, নির্গুণ কি গুণান্বিত,

বারাঙ্গনার পক্ষে।—(১) কলি, বিধি। (২) সভ্যতা, সদ্বৃত্তিশালিতা। (৩) কুবাক্যে, কুৎসিত পরিহাসে। (৪) পরার্থ, পরের ধন।

নায়ক (৫) পুংশ্চলী যথা   না করে বিচার রে,
কুকবিও সেইরূপ,   নায়কের (৫) গুণরূপ,
চরিত্রের, কিছুমাত্র   নাহি ধারে ধার রে।
গুণাগুণ (৬) নাহি খোঁজে, কেবল বাহ্যিক বোঝে,
বারবধূ যেইরূপ   কুকবি তেমন রে
গুণাগুণ (৬) নাহি খোঁজে, কেবল বাহ্যিক বোঝে,
এগুণে কুকবি তারা   পটু বিলক্ষণ রে।
বেশ্যা রীতি ব্যতিক্রমে   লজ্জিতা না হয় ভ্রমে
আদিরসে মত্তা হয়ে,   নানাভাব ধরে রে।
ব্যতিক্রম করি রীতি (৭)   তিলমাত্র নাহি ভীতি,
কুকবি শৃঙ্গার-রসে মেতে,   কি না করে রে।

২৪। ভারতীর প্রতি।

হে ভারতি দয়াময়ি! শত দুঃখে দুঃখী হই,

---

(৫) নায়ক, নাগর। (৬) গুণাগুণ গুণ দোষ।

কুকবি পক্ষে।—(১) কবি, কাব্যকার। (২) সৎ-রক্তা, সুন্দর ছন্দোবন্ধ। (৩) কুবাক্যে, কুকাব্যে। (৪) পদার্থ, পদের রচিত ভাব। (৫) নায়ক, কাব্যাদির নায়ক। (৬) গুণাগুণ, কাব্যাদির নায়কের উপযুক্ত গুণ দোষ অথবা রচনার মাধুর্য্য প্রসাদ প্রভৃতি গুণ ও অলঙ্কার পদোক্তি দোষ ইত্যাদি। (৭) রীতি, গৌড়ী বৈদর্ভী প্রভৃতি।

তথাপি মা তোমা বই, কমলারে কব না।
তোমারই মা চিরদাস, করি বৃথা ধন আশ
পেঁচকবাহিনী মার, দাসখত লব না।
ক্রতগু পরের ছেলে, দুদিন যাতনা পেলে,
যায় যথা মাকে ফেলে, সে রকম যাব না।
বৈমাত্রেয় সহোদর, হোক্ সবে কোটীশ্বর
থাকুক পরমসুখে ভাগী হতে চাব না।
মাতৃধন মা আমার হেন ধন কার আর ?
দস্যুদের আক্রমণ কভু তাহে খাটে না।
নাহি তার রাজভয় আগুনে না দগ্ধ হয়
যত ইচ্ছা করি ব্যয় বাড়ে বই ঘাটে না।
থাকিতে এমন ধন অবোধ অবিজ্ঞগণ
দরিদ্র আমারে কহে, তাই প্রাণে সহে না।
কিন্তু হবে বিশ্বময় তোমার কিঙ্কর কয়
তখন সে দুঃখ আর কিছুমাত্র রহে না।
বৃক্ষ-মূলে হোক বাস পরি শতগ্রন্থিবাস
করি নিত্য উপবাস তাহে ভয় পাই না।
সমাজে হইয়া দীন, দুঃখে সুখে কাটি দিন,
তবু 'কমলার পুত্র' এ উপাধি চাই না॥

৩৫। দীনতার প্রতি।

রে দীনতা দূর দূর! তোর মত কে নিঠুর ?
গুণ-গর্ব্ব-সর্ব্ব খর্ব্ব করিলি রে করিলি। (ধ)

ছিল মূর্খ ধনী যত, তারাই বা কহে কত,
দীন দেখে—মান মোর হরিলি রে হরিলি।
থাকিল আমার মন সদা বিদ্যা-পরায়ণ,
তুই তাহে ব্যতিক্রম ঘটালি রে ঘটালি।
আগে বন্ধু ছিল যারা, দীন দেখে আর তারা,
না মনায়—সে বন্ধুতা চটালি রে চটালি।
সবাই যাহার কাছে, সেই সুখে বাঁচে,
কিছু চেয়ে বসে পাছে, তাই পড়ে সরিয়া।
লোকে অর্থবান নয়, উঁচু না করে আর,
দেখেও চলিয়া যায়, অন্য পথ ধরিয়া।
আগে পিতৃপর্দা যদি, তবে বাক্য সৃষ্টি গো।
বেদবাক্য হতে তুমি, যথার্থই কহিলে,
অর্থে মান, অর্থে যশ, অর্থেই সকলি বশ,
সকলেই তেয়াগেন অর্থহীন হইলে।
ওরে দরিদ্রতা মোরে, ফেলায়ে দারুণ ঘোরে,
তবু কভু তাতে দুঃখ, নাই একটুক রে!
দেখে অতি দীনহীন, আত্মীয় যে ভাবে ভিন
দরিদ্রের এই দুঃখে ফেটে যায় বুক রে।

৩৬। তোষামোদদিগের প্রতি।

ওরে ওরে তোষামোদ! তোষামোদে কি আমোদ,
এত তোর?—কেন তুই করিস্ এমন রে?

যে জন আপনা ধনী, তারে কোন্ দুর্গতি
মহাকালে যেন নাই কেহই তেমন রে।
প্রভুর প্রকাশে মন, সদা রোম্ সবজন,
প্রভু ক'য় দিবসকে রাত বলে কয় রে,
দুই হাত বাড়াইয়া, স্বর্গে দিন দেখাইয়া
চন্দ্র রবি, শূন্যে কোন্ নক্ষত্রনিচয় রে।
প্রভু তোর কাব্যে গুণ, গাইবে মহাগুণ,
করে তার নাম গুণ সহস্র বদনে রে।
প্রভু যদি করে ক্রোধ, বিনা দোষে গায় রোষ
তুই তার দোষ কোস্, সত্য লোক মনে রে।
না ভাবিস্ ধাতু শিক্ষু, কোন্ জন উচ্চ নীচু
শিখিলা যে জ্ঞান লোকে, নাই তোর গণনা।
আছে প্রতিধ্বনি মত, প্রভু বাক্যে অবিরত,
সায় দিতে, অপমান, মনে জ্ঞান তার না।
নরকুলে জন্ম লয়ে, নরের শরীর বয়ে
কি লাগি করিস্ এত, নর উপাসনা রে?
পোড়াপেট পুরাবার নাহি কি উপায় আর?
অনেক রয়েছে; দেখ্ করিয়া ভাবনা রে।
না, না, জোর গেছে সয়ে, যে আজ্ঞার তার বলে,
আমরাই নারিলাম; খোসামুদী করিতে।
দিনান্তে খেটেখুটে ভাত, ভেবে যদি দিন যাক্,
কত কষ্ট পাইতেছি, পোড়া পেট ভরিতে।

রশের এই পণ, যদি যায় এজীবন,
তবু কভু তেযোমুখী, করিবনা কায় রে।
প্রাণ চির-স্থায়ী নহে, যায় যায় রহে রহে,
প্রাণ গেলে ছার প্রাণ, রাখিতে কে চায় রে ॥

৩৭। বিধাতার প্রতি।

তিলক্ষ-যোজনোপরে, যে সব বিহঙ্গ চরে,
সে সকলে অনায়াসে ভক্ষ্য দ্রব্য দিয়েছো,
সুগভীর সিন্ধু-নীরে, যে সকল মৎস্য ফিরে,
তাদের ভক্ষ্যের চেষ্টা ভুলে নাহি গিয়েছো ;
অচল যে অজগর, বিবরেতে নিরন্তর,
পড়ে আছে, সেও নাহি, ভক্ষ্যাভাবে মরিছে ;
মৃগ ব্যাঘ্র পশুগণে, সুখে খাদ্য লভে বনে,
অনায়াসে, খেয়ে তাই, বনমাঝে চরিছে !
স্বভাবের ভাণ্ডারেতে, সবে পায় দিনে রেতে,
আতিথ্য—হে বিধি ! কিছু বুঝিতে না পারি হে !
মনুষ্যের ভদ্র যাঁরা, কি দোষেতে দোষী তাঁরা,
কি পাপে তাঁদিগে কৈলে, পর আজ্ঞাচারী হে।
পোড়াপেট পোষিবার, আশয়েতে অনিবার,
বহে পর আজ্ঞা-ভার, স্বাধীনতা বেচিয়া,
নর-প্রভু তুষ্ট নন, তাহাতেও কষ্ট মন,
তিল মাত্র ত্রুটি হলে কটু কন চেঁচিয়া।

অনাহারে মৃতপ্রায়, তবু ধনীপ্রভু স্থান,
জোড় করে দাঁড়াইয়া, আজ্ঞাপেক্ষী হইয়া।
অন্তরে বিরাজে ত্রাস, মুখেতে "যে আজ্ঞা ভাব,
কেবল"—শুধু পোড়াপেট, পূরাবার লাগিয়া।
কেন অবিচার চায়, আর নাহি সহা যায়,
কৃপাদৃষ্টে একবার, চাও বিধি চাও হে!
এদের জীবিকাপথ, করে দাও অনাবৃত,
প্রাণ, মান, ইহাদের, বাঁচাও বাঁচাও হে।
কবিগণ হাসিয়া কহে, বিধির ত সাধ্য নহে,
ক্ষুদ্র এক মক্ষিকার, জীবিকার বিধানে।
এ বিশ্ব-ভাণ্ডার যাঁর, যিনি জীব-জীবিকার-
কর্ত্তা একমনে ডাক, সেই কৃপানিধানে।

৮। বঙ্গীয় কবিগণ এবং কবিতার দুর্দ্দশা দর্শনে।

সে দিন কোথায়—হায় সে দিন কোথায়!
ছিল এই দেশ যবে ব্যাপ্ত কবিতায়।

কোথা কবি কৃত্তিবাস, কোথা কাশীরাম দাস
স্থাপিলা অক্ষয় কীর্ত্তি, যাঁরা বঙ্গধায়,
কোথা শ্রীকবিকঙ্কণ, কোথা সে কবিরঞ্জন!
মোহিত করিত মন, যাঁরা রচনায়।

বাঙ্গলার কবীশ্বর, ভারত সভা ভাস্কর,
"কবি রায় গুণাকর" সবে বলে যাঁয়,
কি দুর্ভাগ্য বলি যদি, নিরন্তর হরি,
অকালে তাঁহার মাত, প্রাণ যে ফাটায়।

সুকবি "ঈশ্বরগুপ্ত" ছিলেন হয়েন গুপ্ত
কালগৃহে গেল গুপ্ত কবি বাঙ্গলার,
কবিত্ব প্রকাশ যাঁর, পোড়া কাল আসে তাঁর
অক্ষুণ্ণ কীর্তি কাল হায় কার হায়!

মধুর সুস্বরযোগে, নিজ গুণ কহি গান,
তুষি শ্রোতাদের প্রাণ কবিবর নিশায়,
সেই যশ অভিলাষি, কঠোরকর্কশভাষী,
বায়স পেঁচক কাসি গাইয়া বেড়ায়।

আধুনিক কবিগণে, আজিনিয়া প্রাণপণে,
অলঙ্কার সযতনে, সাজান ভাষায়,
পরিশ্রম মাত্র সার।—মণিময় অলঙ্কার
কতক্ষণ প্রশংসার, কুরূপার গায়?

স্বভাবে নিচেরে যদ, অনুরাগ-মনোহর,
অভ্যাসে কি সে সুস্বর, আঁকি কভু যায়?

সমাপ্ত ।

নাহি বেশ নাহি ভূষা, স্বভাব-সুন্দরী উষা,
দেখে তারে কে না ভাবে, মুগ্ধ হয়ে যায় ?

অলঙ্কারে সুভূষিত যাঁরা, মাংসহীন পঞ্জর তাঁরা,
যদি কারো [illegible] ভূষণ যোগায়,
কবিতা-পঙ্কজ-রবি, কে [illegible] কবি,
[illegible], [illegible] ।

[illegible], [illegible]
[illegible] কবি [illegible] ।
[illegible] ? না, [illegible]
[illegible], সেই [illegible] পায় ।

হারম্ম জুড়িয়া কর, কহে " বিভো কৃপাকর !
অজ্ঞান-কবি নিতন্ত এই ভিক্ষা চায়,
ছন্দ পদ, ছন্দ, মাত্রা, অঙ্গহীন বঙ্গভাষা
ঘুচাও দুর্দ্দশা তার, স্বগুণে কৃপায় ।

উপসংহার ।

হে কবিতাবলি ! থাকি কুৎসিত আঁধারে
আবরিত, দুঃখিত হওনা একটুক ।
খনির তিমিরময় গর্ভে থাকি বলি ।